৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষক রাজনীতির বিরুদ্ধে কেন কথা হয় না ঃ তথ্যমন্ত্রী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা শুনা যায়। কিন্তু শিক্ষকদের রাজনীতির বিরুদ্ধে কেন কথা শুনা যায় না।

তথ্যমন্ত্রী গতকাল বিকেলে ঢাকায় জাতীয়

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

তথ্যমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ' (কোডা)-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন— জনাব রাশেদ খান এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক লতিফুর রহমান, সাংবাদিক জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ ও জনাব আবেদ খান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, কোডার শিক্ষার্থীরা আজ অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন। তাদের এসব বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমল করার মত। তিনি বলেন, আমরা এ ধরনের উচিত কথা আগেও অনেক শুনেছি। শুনার পর আমরা আবার ভুলে যাই এবং নিজেকে নিয়ে অন্য কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তিনি বলেন, শুনে খুশি হয়েছি। কোডা তাদের শিক্ষাঙ্গনে প্রত্যক্ষ রাজনীতি চায় না। কিন্তু রাজনীতি যদি পরোক্ষ হয় তাহলে কি হবে? আমাদের শেষ কোথায়? সেই আদর্শ দিনটি আমরা কবে পার এবং কোথায় পাব?

জনাব নাজমুল হুদা বলেন, আজ ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা শুনা যায়। কিন্তু শিক্ষক রাজনীতির কথা কেন বলা হয় না?

জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার ২৩ বছর পরও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে না। আর যারা পাচ্ছেন তাদের সে শিক্ষা বাস্তবজীবনে কাজে লাগছে না।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার ২৩ বছর পরও শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাসে ক্ষত-বিক্ষত। তবে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ ৩০/৩৫ বছর আগেও এদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছিল না এবং হয়তো ৩০/৩৫ বছর পরও সন্ত্রাস থাকবে না। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫টি ছাত্র সংগঠন রয়েছে এবং ২৫টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন এগুলো। তাই রাজনৈতিক দলগুলো যদি একমত হয় যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থাকবে না তাহলে সন্ত্রাস থাকতে পারে না।

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ বলেন, আমরা শিক্ষকরাও দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছি। কলেজগুলোতেও আজ আর আগের মত লেখাপড়া হয় না। শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজনির্ভর না হয়ে গৃহশিক্ষক নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।